সংবাদ

তারিখ ... 03 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

টর্চার চেম্বারে শিক্ষার্থীদের নির্যাতন গেস্টাপো স্টাইলে পুলিশ

রাজধানীর শাহবাহ থানার 'সার্ভিস ডেলিভারি রুমে' ঢুকিয়ে মেডিকেলে ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের বেধড়ক পিটিয়েছে পুলিশ। গত বুধবার এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে ওই শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণ মিছিল নিয়ে টিএসসি থেকে শাহবাগের দিকে যাওয়ার পথে টেনেহিঁচড়ে পুলিশ তাদের তুলে নিয়ে যায়। এদের মধ্যে ১০ জনকে আটক করে পরে ছেড়ে দেয়া হয়।

প্রথম দফায় আটক ১০ জনকে প্রিজন ভ্যানে করে রমনা থানায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। এর মিনিট দশেক পর ছাত্রফ্রন্ট ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীসহ মিছিল নিয়ে থানার সামনে এলে তাদেরও টেনেহিঁচড়ে পুলিশ শাহবাগ থানার ভেতরে নিয়ে যায়। পরে বিপুলসংখ্যক গণমাধ্যমকর্মীর উপস্থিতিতে পুলিশ ওই শিক্ষার্থীদের সার্ভিস ডেলিভারি রুমে ঢোকায়। এ সময় ওই রুমের আলো নিভিয়ে দেয়া হয়।

ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি নাঈমা খানম বলেন, শিক্ষার্থীদের সোফায় শুইয়ে শার্ট খুলে রাইফেলের বাঁট দিয়ে পুলিশ পেটায়। পুরুষ পুলিশ মেয়েদের চুল ধরে টেনে থানায় ঢোকায়। কমপক্ষে ছয়জন এতে আহত হন। পুলিশ নাইমাকেও সার্ভিস ডেলিভারি রুমে ঢোকায়। পুলিশের বিরুদ্ধে একজন ছাত্রীর জামা টেনে ছিঁড়ে ফেলারও অভিযোগ ওঠে। ঘটনা বিশ্লেষণ করলে বোঝায় বাংলাদেশের পুলিশ এখন গেস্টাপো স্টাইলে নির্যাতন করতে শুরু করেছে। তাদের নির্যাতনের চেম্বার হচ্ছে সার্ভিস ডেলিভারি রুম নামক অন্ধকার কক্ষ। পুলিশ কর্তৃক এমন ন্যক্কারজনক ঘটনার আমরা তীব্র নিন্দা জানাই। আন্দোলনের শুরু থেকেই বিক্ষোভকারীদের পুলিশ ঘিরে রেখেছিল ঠিকই। কিন্তু গত বুধবার প্রথম এতটা মারমুখী হয়ে ওঠে।

এগুলো একমাত্র পুলিশি রাষ্ট্রে অথবা সামরিক সরকারের আমলেই হয়। কোন নির্বাচিত সরকারের আমলে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে না। বাংলাদেশ কোন পুলিশি রাষ্ট্র নয় যে, কেউ আন্দোলন, বিক্ষোভ করলে থানায় ঢুকিয়ে মারধর করতে হবে। এগুলো পুলিশের গুরুতর অপরাধের মধ্যে অন্যতম। দেশে কোন আন্দোলন বিক্ষোভ হলেই পুলিশ চড়াও হয়ে ওঠে। এমনকি পুলিশ মেয়ে আন্দোলনকারীদেরকেও চরমভাবে হেনস্থা করা হয় চুল টেনে ধরে অথবা জামা টেনে ছিঁড়ে ফেলে। এটা পুলিশের মানবাধিকার লংঘন। এ যাবৎ পুলিশ কর্তৃক বহু আন্দোলনকারী হেনস্থা হলেও পুলিশের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা সরকার।

আমরা এই নিন্দনীয় ঘটনার সঙ্গে জড়িত পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জোর দাবি জানাই। পুলিশের নির্যাতনের বিরুদ্ধে সরকারকে কঠোর অবস্থান নিতে হবে। আর কোন নাগরিক পুলিশি নির্যাতনের শিকার হোক, সেটা আমরা চাই না।